OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 105
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 832 - 841
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 832 - 841
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

কথাশিল্পী শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সুলুকসন্ধানে

মোছা. সেতু খাতুন
স্থায়ী প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এ্যান্ড টেকনোলজি
Email ID: setukhatun705@gmail.com
0009-0006-6356-0955

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Shyamal Gangopadhyay, Bengali Literature, Life and Experience, Society and Reality, Partition of India, Journalism, Literary Criticism, Mystery of Life.

Abstract

Shyamal Gangopadhyay was a prominent Bengali novelist, short story writer, and editor whose literary career significantly enriched modern Bengali literature. Born in 1933 in Khulna (now in Bangladesh), his early life experiences in rural Bengal and later urban Kolkata deeply influenced his writings. His upbringing in a culturally rich yet economically modest family, especially the storytelling influence of his mother, inspired his literary journey.

Gangopadhyay began his writing career in the 1950s and gradually established himself as a distinctive voice among contemporary Bengali writers. Alongside creative writing, he was actively involved in journalism and literary editing, contributing to reputed publications such as Anandabazar Patrika and Amrit. His editorial role helped nurture many young writers and expand the scope of Bengali prose literature.

His works reflect a deep engagement with human life, social realities, and psychological complexities. Themes such as rural life, class struggle, middle-class dilemmas, love, identity, and existential questions frequently appear in his novels and short stories. The impact of major historical events, particularly the Partition of India, also shaped his worldview and literary expression. His narratives often blend personal experiences with broader social contexts, making his works both realistic and introspective.

Among his notable works, novels like Kubera's Subject (Kuberer Bishoy Ashoy) brought him widespread recognition. His storytelling style is marked by simplicity, emotional depth, and a strong sense of observation. He explored the inner conflicts of individuals and their relationship with society, often highlighting the struggles and aspirations of ordinary people.
Gangopadhyay's life was marked by constant exploration and diverse experiences, which enriched his literary imagination. Despite financial hardships and personal challenges, he remained dedicated to writing throughout his life. His contribution lies not only in the volume of his works but also in the depth and authenticity of his portrayal of human life.

Overall, Shyamal Gangopadhyay stands as a significant figure in Bengali literature, whose works continue to offer insight into the complexities of human existence and society.

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 105
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 832 - 841
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০১) একজন ভারতীয় বাঙালি লেখক ও সম্পাদক ছিলেন। তাঁর মূল নাম শ্যামলেন্দুবিকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, ছদ্মনাম বৈকুণ্ঠ পাঠক। তিনি পঞ্চাশের দশকে লেখালেখির শুরু করেছিলেন এবং জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত লিখেছেন। পঞ্চাশের দশকের কথাসাহিত্যিকগণ আঙ্গিক ও বিষয়বিন্যাসে নতুনত্ব খুঁজেছেন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এই নতুনত্বের সন্ধানে বিশিষ্ট ভূমিকা রেখেছেন। মফিজ উদ্দিন বলেছেন –

> "বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা উপন্যাসের বিষয়-পরিধির বিস্তার লাভ ঘটেছে যাঁদের হাতে তাঁদের মধ্যে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় যেমন একজন, তেমনি সেই বিষয়কে সাহিত্যে রূপায়িত করার যে কৌশল তথা রচনা- শৈলী, তার বিচারেও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় অগ্রগণ্যদের অন্যতম।" (মফিজ উদ্দিন ২০১৫ : ১৩)

সাংবাদিকতা ও সমালোচনার কাজে দীর্ঘদিন নিয়োজিত থাকায় অজস্র 'ফিচার' এবং সমালোচনার মাধ্যমে তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তিনি বহু তরুণ কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, চিত্রপরিচালক ও শিল্পীদের জন্য সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেন। (সংলাপ সরকার ২০০৮ : ৬)

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৩৩ সালের ২৫ মার্চ (১১ চৈত্র, ১৩৩৯) অবিভক্ত ভারতের খুলনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মাতার নাম কিরণকুমারী গঙ্গোপাধ্যায়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ওপর তাঁর মায়ের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। তাঁর মা সাহিত্যচর্চা করতেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও তিনি ইংরেজি রোমান্টিক কবিতা এবং রৈবতক মুখে মুখে বলতেন। তাঁর তাগিদেই বাড়িতে 'প্রবাসী' এবং 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা আনা হতো। কিরণকুমারী দেবীর বানিয়ে গল্প বলার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর মায়ের কাছ থেকে গল্প লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন। (সংলাপ সরকার ২০০৮ : ৯-১০)

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের শৈশব থেকে কৈশোর পর্যন্ত পুরোটা সময় কেটেছে অধুনা বাংলাদেশের খুলনা ও বরিশাল জেলায়। তিনি দশম শ্রেণি পর্যন্ত খুলনা জেলা স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। খুলনা জেলা স্কুলের সহপাঠীদের মধ্যে শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৭৬), শশাঙ্কতিলক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অচিন্ত্য কুমার ঘোষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। অচিন্ত্য কুমার ঘোষকে নিয়ে লেখা তাঁর উপন্যাস *সিদ্ধকামিনী* (১৯৮৪)। কিশোরদের জন্য লেখা 'সাধু কালাচাঁদ সমগ্র' গল্পগ্রন্থের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'কালাচাঁদ'। চরিত্রটি গড়ে উঠেছিল স্বয়ং শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর অন্যান্য সহপাঠীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং কাণ্ডকারখানার সমন্বয়ে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের শিক্ষক, সহপাঠী ও প্রতিবেশীরা অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। শিক্ষকগণের মধ্যে সালাম আলি, ওয়াজেদ আলি, এস. এম. আলি, ভূপেন বাবু, কুমুদবাবু প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। (সংলাপ সরকার ২০০৮: ১০-১১) শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় খুলনা ও বরিশালের একটি অসাম্প্রদায়িক, উন্মুক্ত এবং হার্দিক পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠেছিলেন। ফলে তাঁর লেখালেখিতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বারবার খুলনা ও বরিশালের স্মৃতিবিজড়িত দিনগুলোর কথা উঠে এসেছে। সেসব লেখালেখির মধ্যে উপন্যাস: *আলো নেই, অগস্ত্যযাত্রা, ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্লেক*; গল্প ও গল্পগ্রন্থ– 'তেওট তালে কনসার্ট', 'তখন', 'সাধু কালাচাঁদ সমগ্র' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের খুলনার প্রতিবেশী যেমন ফেরদৌসের পরিবার, জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ, শশী পেশকার ও তাঁর মেয়ে সুরমা, কোচোয়ান কালো ও ফোতো, সাপের কামড়ে মৃত দুই বোন আলাপি ও গোলাপি, ফ্যাকাসি দাই, চাঁদসীর ডাক্তার যজ্ঞেশ্বর রায় প্রমুখ তাঁর গল্প-উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে বারবার দেখা দিয়েছে। (সংলাপ সরকার ২০০৮: ১১)

পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) তাণ্ডবলীলা, মুসলিম লীগের জন্ম (১৯৪৬) এবং দেশভাগ (১৯৪৭) শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্তরঙ্গ পরিবেশের সঙ্গে দ্রুত বিচ্ছেদ ঘটায়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় যখন দশম শ্রেণির ছাত্র, তখন মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায় সপরিবারে কলকাতার দত্তপুকুরে তার ভাই হরলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে এসে ওঠেন। সেখানকার নিবাধই হাইস্কুল থেকে ১৯৪৮ সালে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ম্যাট্রিক পাশ করেন। দুই বছর পর ১৯৫০ সালে তিনি আশুতোষ কলেজ থেকে আই.এসসি. পাশ করেন এবং ১৯৫১ সালে রসায়ন বিষয় নিয়ে বি.এসসি.তে ভর্তি হন। কিন্তু কলেজের ছাত্র

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 105
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 832 - 841
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সংসদের সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন 'স্কুল কোড বিল'-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নেওয়ার অভিযোগে তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। (সংলাপ সরকার ২০০৮ : ১৩)

কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়ে ১৯৫২ সালে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় 'এসিসট্যান্ট মেলটার' রূপে বেলুড়ে 'ন্যাশনাল আয়রন অ্যান্ড স্টিল' কোম্পানিতে যোগদান করেন। ফলশ্রুতিতে পরিবারের অভাব অনটন লাঘব হয়। উল্লেখ্য এই সময়ে তিনি পড়াশোনা থেকে সাময়িকভাবে বিরতি নেন। ১৯৫৩ সালে 'অগ্রণী' পত্রিকায় 'চর' গল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে লেখক হিসেবে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পটি সংশোধন করে দিয়েছিলেন। ১৯৫৩ সালেই 'পয়গম' পত্রিকায় তাঁর দ্বিতীয় গল্প 'জোনাকবানু' প্রকাশিত হয়। বেলুড়ে ইস্পাত কারখানায় কাজ করার সময় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ১৯৫৩-১৯৫৪ সালের সময়সীমায় তাঁর প্রথম উপন্যাস আড়িয়া হাফেজ রচনা করেন। 'দেশ' পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায় (১৯৭৬) 'আমার লেখা' প্রবন্ধে তিনি এই উপন্যাসের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি উপন্যাসটি প্রকাশ করেননি। এরপর তিনি বেলুড়ের কারখানা সংলগ্ন একটি খাবারের দোকানকে উপজীব্য করে 'মহাকাল কেবিন' গল্পটি লিখেছিলেন। গল্পটি প্রেমেন্দ্র (১৯০৪-১৯৮৮) মিত্রের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের আগ্রহেই সুনীল ধর সম্পাদিত 'তরুণের স্বপ্ন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তবে 'মহাকাল কেবিন' গল্পটি প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তিনি সচেতনভাবে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, 'এই গল্পই বৃত্তি পাল্টে দিল। মানে পাল্টে দেওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল। ছিলাম কারখানায়। আবার কলকাতায় এসে সিক্রেটলি গ্র্যাজুয়েট হতে হল।' (শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৭৬: ১৬৫)

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৫৮ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সুপারিশে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রুফ রিডার হিসেবে যোগদান করেন। পছন্দ না হওয়ায় কয়েক মাস পর চাকরি ছেড়ে দেন। বিভিন্ন জায়গায় চাকরির চেষ্টা করার পর ১৯৬০ সালে সন্তোষকুমার ঘোষের সহযোগিতায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সাব এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। এই বছরেই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, বন্ধু মতি নন্দীর শ্যালিকা, ইতি সান্যালের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। দাম্পত্য জীবনে তাঁরা দুই সন্তানের জনক জননী ছিলেন। তিনি নিজের মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতেন। মেয়েদের সঙ্গে কাটানো সুন্দর দিনগুলোর কথা উঠে এসেছে 'হাঁসুলিডাঙার বিপদ' এবং 'গতজন্মের রাস্তা'-এর মতো গল্প এবং *ঈশ্বরীতলার রূপোকথা*র মতো উপন্যাসে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনে স্ত্রী ইতি গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইতি গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের টানাপোড়েনের সংসারের যাবতীয় বিষয়ের দেখাশোনা করেছেন— সংসারের হাল ধরেছেন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনে ইতি গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকা প্রসঙ্গে সংলাপ সরকারের মন্তব্য স্মরণযোগ্য -

> "ইতি গঙ্গোপাধ্যায় কেবল রন্ধনপটু নয়, এই শান্ত মিতবাক মার্জিতস্বভাব মহিলা সবদিক থেকেই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সংসারকে সামলে রেখেছিলেন। নতুন লেখা লিখে ফেলে প্রায়ই স্ত্রীকে পড়ে শোনাতেন শ্যামল। সহধর্মিণীরূপে নিজের ভূমিকাকে যথাসম্ভব ত্রুটিহীন রেখে গেছেন তিনি।" (সংলাপ সরকার ২০০৮: ৩৩)

অশেষ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, - 'আমার মনে হয় পৃথিবীর বদলে ইতির নামও সর্বংসহা হতে পারত।' (অশেষ চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৮: ৯৬) শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিত্ত- বৈভব ছিল না। ফলে প্রায়ই অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হতেন। তিনি নিজেকে বিভিন্ন ঝুঁকির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেন। তিনি ধারণা করতেন বাস্তবঘেঁষা জীবন থেকেই বেরিয়ে আসে শিল্পিত জীবন। প্রসঙ্গত *জীবনরহস্য* গন্থের উদ্ধৃতি স্মরণযোগ্য -

> "নিজের জীবন, শরীর, সম্মান, অস্তিত্ব, নিরাপত্তা বারবার নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার মতো বিপজ্জনক জুয়ায় তলিয়ে যেতে যেতে ভেসে উঠে ঢেউয়ের ফেনায় যেটুকু খড়কুটো ধরা যায়— সেটুকুই শিল্প। নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে যা জানা যায় তা শুধুই জানা নয়— বোধিও বটে। এই বোধিকে আমি এভাবে বলি : যে চিন্তা ঘাম দিয়ে আয় না হয়— সে চিন্তার কোনও দাম নেই।" (শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ২০০৭: ২৩০)

বস্তুত, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বিভিন্ন সময়ে জীবনকে নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন এবং সাহিত্যে সেই পরীক্ষালব্ধ ফলের শিল্পিত রূপদান করেছেন। ১৯৫৮ সালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২) 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সুন্দর' নামক একটি গদ্যরচনা এবং অনতিকাল পরেই 'বিদ্যুৎচন্দ্র পাল সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়' নামক একটি গল্প প্রকাশ করেন। ইতিপূর্বে 'কৃত্তিবাস' নামক কবিতা-পত্রিকাটিতে প্রবন্ধ ব্যতীত কোনো গদ্যরচনা ছাপা হয়নি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২) বলেছেন -

> "শ্যামলের কয়েকটি লেখা প্রত্যাখ্যান করার পরেও সে এমনই অভাবনীয় চমৎকার লেখা শোনাতে লাগল যে সমস্ত নিয়ম ভেঙে, কৃত্তিবাসের সহযোগী অন্য বন্ধুদের আপত্তি অগ্রাহ্য করেও শ্যামলের 'সুন্দর' নামে একটি রম্যরচনা আর 'বিদ্যুৎচন্দ্র পাল সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়' নামে একটি নতুন আঙ্গিকের গল্প ছাপিয়ে দিলাম।" (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২০০১: ৭)

১৯৬০ সালে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় যোগ দেওয়ার পর তাঁর ছোটোগল্প 'হাজরা নস্করের যাত্রাসঙ্গী', 'ধানকেউটে' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস *বৃহন্নলা* (১৯৬১)। কিন্তু 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে *কুবেরের বিষয় আশয়* (১৯৬৭) উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর লেখনী পাঠক মহলে সমাদৃত হয়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের *কুবেরের বিষয় আশয়* উপন্যাসটির জন্য ১৯৬৭ সালে বাংলা সাহিত্য নতুন করে সমৃদ্ধ হয়। তিনি *কুবেরের বিষয় আশয়* উপন্যাসটির মাধ্যমে লেখালেখির জগতে পরিচিতি পান। উপন্যাসটি নাইপলের *এ হাউস ফর মি. বিশ্বাস* উপন্যাসের সঙ্গে তুলনীয়। *এ হাউস ফর মি. বিশ্বাস* এবং *কুবেরের বিষয় আশয়* উপন্যাস দুইটির কেন্দ্রীয় চরিত্র যথাক্রমে মোহন বিশ্বাস এবং কুবের। চরিত্র দুইটি তাঁদের নিজস্ব সত্তা, অস্তিত্ব ও মানস প্রকাশে ব্যস্ত। উপন্যাস দুইটিতে বাড়ি নির্মাণকে রূপক হিসেবে দেখানো হয়েছে। মানুষের আশ্রয়হীনতা, আত্মানুসন্ধান ও পরিচয় বিনির্মাণ প্রচেষ্টার অন্তঃসারশূন্যতাকেই দুই ভিন্ন গোলার্ধের ঔপন্যাসিক তাঁদের উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। *কুবেরের বিষয় আশয়* সম্পর্কে ঔপন্যাসিক বলেছেন -

> "মানুষের যতই বিষয় হোক তার কোন আশ্রয় নেই। সে মা হারাবে। জীবন হারাবে। একদিন চলে যাবে। মাঝখান থেকে শুধু শুধু কিছুকাল ঘরবাড়ি বানাবে। পয়সা করা ফসল বানানো। বাবা হওয়া। সবই অর্থহীন। প্রিয়জনের প্রিয়ত্ব খুব বড়। কেওড়াতলায় তার জন্ম সংগ্রহের সময় মনে হয় কি সামান্য।" (উদ্ধৃত, অলোক রায় ১৯৯৮: ১৩১)

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য পড়ে মনে হয় উপন্যাসটির নায়ক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই। তিনি নিজের সৃজনীপ্রতিভার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে 'দৈবী পাগলামো', 'অতৃপ্তিবোধ' এবং 'বিস্ময়বোধ' এই তিনটি শব্দ নির্দেশ করেছেন। 'দৈবী পাগলামো' বলতে তিনি ঈশ্বর প্রদত্ত সাহিত্য সৃষ্টির শক্তিকে বুঝিয়েছেন। প্রতিনিয়ত সাহিত্য-সৃষ্টির প্রচেষ্টা এবং সাহিত্যে নিজের স্থায়ী কোনো আসন প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া, অথচ ব্যর্থ হওয়া। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যে অতৃপ্তিবোধের সৃষ্টি সেখান থেকে পুনরায় সাহিত্য নির্মাণে মনোনিবেশ করা। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, 'তিনি মানুষ হিসেবে বারংবার নিজের বিশ্বাসের জায়গা হাতড়ে চলেন নিজেকে দৈবী অতৃপ্তির অস্থিরতার শিকার হতে দিয়ে।' (শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯২২ : ২৩১) তাঁর সৃষ্টিশীলতার আর একটি চালিকাশক্তি 'বিস্ময়বোধ'। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন –

> "একবার সূর্যের আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছলে দেখতে পাই, দিনটা কত টাটকা। গাছপালা কত সুন্দর। মানুষের মুখে কত রূপ। এই আলো বেশি করে টের পাওয়া যায় যখন আমরা ভেতরে ভেতরে জিজ্ঞাসার তাগিদ পাই। বিস্ময়ের রহস্য হাতছানি দেয় আমাদের যখন। ...আর বিস্মিত হতে না পারা স্বপ্নের না আসা— আগ্রহ যদি না হয় তো আস্তে আস্তে আমরা টেবিল চেয়ার হয়ে যাই। এ বড় ভয়ঙ্কর অবস্থা।" (শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৯৬ : ৭৫)

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিনিয়ত আত্মানুসন্ধান করে চলতেন। জীবনের বাঁকে বাঁকে কোথায় কী লুকিয়ে আছে অপার বিস্ময় ও অতৃপ্তিবোধ নিয়ে তিনি তা জানতে চেয়েছেন। ফলে কলকাতার প্রতাপাদিত্য রোডের বাড়ি ছেড়ে ১৯৮৩ সালে কলকাতার কাশীপুরে বাসা বদল করেছিলেন। ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত তিনি এখানে বসবাস করেছিলেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 105
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 832 - 841
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই বাড়িতে তিনি ছিলেন দু'বছর। এখানে থাকাকালীন তিনি লেখেন - অতি বড় ঘরণী', 'জলপাত্র', 'বড় হওয়ার আগে', 'পারুলেডাঙার লাল রাখাল', 'ক্ষমতার বারান্দায়', 'কাপ্তেনগঞ্জের কুন্দনলাল', 'যতীন দারোগার বেদান্ত' উপন্যাস। কাছাকাছি কুঠিঘাট থানার অফিসার-ইন-চার্জ এবং জনৈক দুর্দান্ত সমাজবিরোধী উভয়ের সঙ্গেই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সমান সাবলীলতায় ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। এখানকার দেহাতি অধ্যুষিত এলাকা, দেহপসারিণী, আটার চাকি, ধর্মের ষাঁড়, নোংরা ড্রেন, অসংখ্য লরি ও গাড়ি সারাইয়ের গুমটি, অধিকাংশ নিম্নবিত্ত মানুষ, মদের দোকান, জুয়া, মস্তানি ও তোলাবাজি এইসব মিলিয়ে শহরতলীর একটি অংশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর *যতীন দারোগার বেদান্ত* উপন্যাসে এবং 'বোম্বে রোডের রাধা' ও 'মর্কটপুরাণ' গল্পে। (সংলাপ সরকার ২০০৮ : ২১)

১৯৮৫ সালে কাশীপুর থেকে চলে যান জুবিলি পার্কের একটি বাড়িতে। সেখানে তিনি দুই বছর বসবাস করেন। এই সময় তিনি শারীরিক এবং আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হন। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও ঐ সময়ে তিনি টানেলের ভেতরে ট্রেন উপন্যাসটি লিখেছেন। সেই সময়ে রচিত উল্লেখযোগ্য অন্যান্য উপন্যাস : *জীবনরহস্য, ভাস্কো দা গামার ভাইপো এবং মহাজাতক।*

১৯৮৭ সালে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ব্রহ্মপুরে নতুন আবাস গড়ে তোলেন এবং সেখানেই তিনি 'সাপ্তাহিক বর্তমান' পত্রিকায় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস *শাহজাদা দারাশুকো* (১৯৯১) লিখতে আরম্ভ করেন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ব্রহ্মপুর থেকে কয়েক মাসের জন্য কুঁদঘাটে গিয়েছিলেন। কুঁদঘাট থেকে তিনি টালিগঞ্জের পুরনো বাড়ি (ঘড়িঘর, ৭৯ নম্বর দেশপ্রাণ শাসমল রোড) ফিরে আসেন। এখানেই 'সানন্দা' পত্রিকায় দেশভাগের ওপর রচিত তাঁর আলো নেই উপন্যাসটির প্রথম খণ্ড ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ করতে পারেননি। অসম্পূর্ণ উপন্যাস *আলো নেই* দুই খণ্ডে যথাক্রমে ১৯৯৯ ও ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট অখণ্ড বাংলা। দেশভাগের ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে আছে সমগ্র ভারত। অনতিদূরেই স্বাধীনতা। চারদিকে অন্ধকার, কোথাও আলো নেই। অবিভক্ত বাংলায় দমবন্ধ অবিশ্বাসের হাওয়া। যুগের পর যুগ যাঁরা একে অন্যের পড়শি তাঁদের ভেতরে রাজনীতির বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ার কারণে বিশ্বাস ও ভালোবাসা মুখ থুবড়ে পড়ে এবং সাম্প্রদায়িকতা দানা বেঁধে উঠতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে, উপন্যাসটিতে দীর্ঘদিনের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ঘিরে যে স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ তা মর্মান্তিকভাবে ফুটে উঠেছে। স্বাধীনতাসম্ভব ভারতবর্ষ তখন নিয়তির মুখোমুখি। সামনে কোনো আলো (আশা) নেই। উপন্যাসটির মাধ্যমে অবিভক্ত বাংলার এক ঐতিহাসিক কালখণ্ড উঠে এসেছে। তাঁর এই পর্বের উপন্যাসসমূহ : হননের আয়োজন, কঠিন সময়, সুধাময়ীর দিনলিপি, গঙ্গা একটি নদীর নাম এবং দশ লক্ষ বছর আগে প্রভৃতি। সমসাময়িক সময়ে ঢাকার 'যুগান্তর' পত্রিকায় *পাপের বেতন পরমায়ু* উপন্যাস এবং আত্মজীবনীমূলক রচনা *এই জীবনের যত মধুর ভুলগুলি* প্রকাশিত হয়।

বোহেমিয়ান, সুরসিক, আড্ডাবাজ ও ভোজনরসিক প্রকৃতির শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বাসস্থান কিংবা কর্মস্থান কোনো জায়গাতেই স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারেননি। জীবন-জীবিকার তাগিদে তাঁকে ছুটে বেড়াতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ভগীরথ মিশ্র বলেছেন -

> "চাকরি করেছেন বহু জায়গায়। পেয়েছেন এবং ছেড়েছেন। অনেক ঘাটের জল খেয়ে পেট ফুলিয়ে ফেলেছেন। সাজানো গোছানো পরিকল্পিত জীবনে থিতু হননি একদিনের তরেও। আপাতদৃষ্টিতে একে বাউণ্ডুলেপনার চূড়ান্ত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এ হল আসলে খুঁজে বেড়ানোর এক তরিকা। সবকিছুকে খুঁজে খুঁজে, খুঁড়ে খুঁড়ে দেখা; বোঝা। চাখতে চাখতে বাঁচা। অনেক ঘাটের অনেক রঙের অনেক স্বাদের জল খেয়ে পেট ফুলিয়ে ফেলা এবং সেই জলকে কলমের ডগা দিয়ে বের করে দেওয়া।" (উদ্ধৃত, অশেষ চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৮ : ১০৬)

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৬১ সালে পুনরায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সাব এডিটর পদে যুক্ত হন। ১৯৭৬ সালে তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র চিফ সাব এডিটর পদে উন্নীত হন। কিন্তু একই বছরে তিনি এই পত্রিকার সঙ্গেও সম্পর্ক ছেদ করেন। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। ফলে তাঁর সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয়েছে। তখন তিনি জীবিকার তাগিদে দুই হাতে লিখেছেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 105
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 832 - 841
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার পর তিনি ১৯৭৬ সালেই এ্যাসোসিয়েট এডিটর হিসেবে 'যুগান্তর' পত্রিকায় যোগদান করেন। এই সময়েই 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদক মণীন্দ্র রায়ের জায়গায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে স্থলাভিষিক্ত করা হয়। 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদক হয়ে তিনি পত্রিকাটিকে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এই সাহিত্য পত্রিকায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় অসংখ্য তরুণ লেখকের আশ্রয় হয়েছিলেন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যে সমস্ত তরুণ লেখক 'অমৃত' পত্রিকায় লিখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য - 'কবিপত্র' পত্রিকাগোষ্ঠীর তরুণ কবি অনন্য রায়, তুষার চৌধুরী, প্রভাত চৌধুরী; 'সংক্রান্তি' ও 'নতুন সময়' কাগজের সম্পাদক কবি সমীর চট্টোপাধ্যায়, গল্পকার অমর মিত্র (১৯৫১), শচীন দাশ (১৯৫০-২০১৬) প্রমুখ। এছাড়াও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য তরুণ কবি, কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিকদের মধ্যে রয়েছেন : অসীম চক্রবর্তী, শৈবাল মিত্র, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী, একরাম আলি, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ প্রমুখ। অগ্রজদের মধ্যে মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬), গজেন্দ্রকুমার মিত্র (১৯০৮-১৯৯৪), আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৯), বরেন গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩০-২০০০), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১৯) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। 'বৈকুণ্ঠ পাঠক' ছদ্মনামে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নিজেও এই পত্রিকায় সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি দৈনিকটিতে কৃষি পাতা সম্পাদনা করেছিলেন। চাষাবাদ সম্পর্কে ধারণা থাকায় *কুবেরের বিষয় আশয়* উপন্যাসটি লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন। চলমান বাজার ব্যবস্থা এবং রন্ধন কৌশল ভালো বুঝতেন। ফলে সৃষ্টি করেন *বাজার সফর* নামক বিখ্যাত গ্রন্থ। যেখানে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে পাওয়া যায় একজন গৃহস্থ, সাংবাদিক, লেখক এবং সমাজ-বিশ্লেষকরূপে। প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকগণের অধিকাংশই তখন 'যুগান্তর' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু তরুণ লেখকদের আশ্রয় ছিল 'অমৃত' পত্রিকা। (সংলাপ সরকার ২০০৮ : ১৯) ফলে তরুণ লেখক প্রভাত চৌধুরী অকপটে বলেছিলেন, 'আমরা সবাই শ্যামলদার প্রোডাক্ট।' (প্রভাত চৌধুরী ২০০২ : ১৫) শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সর্বশেষ ১৯৯১ সালে 'আজকাল' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন এবং নিয়মিত লিখতে থাকেন। এই সময় তিনি 'সাপ্তাহিক বর্তমান' পত্রিকাতেও লিখেছেন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনায় সমান পারদর্শী ছিলেন। সাহিত্যের এই দুইটি ধারাতেই তিনি অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়েছেন। তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় ৭৮টি এবং গল্প দেড় শতাধিক।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় লেখালেখির জগতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একলব্যের মতো গুরু হিসেবে মানতেন। এছাড়া লিও টলস্টয় ও দস্তয়ভস্কিকে পছন্দ করতেন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখালেখির বিষয় গ্রামীণ জীবন, চাষবাস, সম্পর্কের জটিলতা, সমাজ, সামাজিকতা, ব্যক্তি তথা সমাজজীবন, ব্যক্তি ও সমাজ-মন বিশ্লেষণ, সমাজ ছকের সঙ্গে ব্যক্তিক অনুভূতির দ্বন্দ্ব, জীবনরহস্য, বিশ্বাস-সংস্কার, স্মৃতিকাতরতা, স্মৃতিপ্রীতি সংস্কার, প্রেম, উদ্ভট কল্পনা, উদ্ভিদ ও মানব-জীবনের সম্পর্ক, অসম বয়সের প্রেম, ব্যক্তি মনের নানা দৃষ্টিকোণ, অপরাধপ্রবণ মনস্তত্ত্ব, কয়লাখনি অঞ্চলের শ্রমিক জীবন, নদী ও মানবজীবন, মাটির টান, মধ্যবিত্ত জীবন, প্রেম ও ক্ষমতার সম্পর্ক, ব্যবসায়, বাজার অর্থনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি। (মফিজ উদ্দিন ১৫-১৭, ২০১৫: ১৫১৭) তাঁর লেখায় ব্যবহৃত বিচিত্র সব অনুষঙ্গ দেশ-কাল-পাত্রের ব্যবধান ঘুঁচিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর উপন্যাসসমূহ -

'বৃহন্নলা' (১৯৬১), 'অনিলের পুতুল' (১৯৬২), 'কুবেরের বিষয় আশয়' (১৯৬৭), 'পরস্ত্রী' (১৯৭১), 'নতুন ভুবন' (১৯৭৩), 'ফিরোজা' (১৯৭৪), 'স্বর্গে তিন পাপী' (১৯৭৫), 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' (১৯৭৬), 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' (১৯৭৭), 'আবিষ্কার' (১৯৭৭), 'পরবর্তী আকর্ষণ' (১৯৭৭), 'পরীর সঙ্গে প্রেম' (১৯৭৭), 'গোলোকধাম' (১৯৭৮), 'জলপাত্র' (১৯৭৮), 'স্বর্গের পাশের বাড়ি' (১৯৭৮), 'হাওয়া গাড়ি' (১ম ও ২য় খণ্ড-১৯৭৯, ১৯৮০), 'এক গেরস্থর তিন সংশয়' (১৯৮০), 'চন্দনেশ্বর জংশন' (১৯৮০), 'স্বর্গের আগের স্টেশন' (১৯৮০), 'সওদাগর' (১৯৮১), 'দূরবীনের উল্টোদিক' (১৯৮২), 'সরমা' (১৯৮২), 'ভালোবাসলে জ্বর হয়' (১৯৮২), 'হিম পড়ে গেল' (১৯৮২), 'অদ্য শেষ রজনী' (১৯৮৪), 'সিদ্ধকামিনী' (১৯৮৪), 'যতিন দারোগার বেদান্ত' (১৯৮৫), 'দশ দিগন্ত' (১৯৮৬), 'সতী অসতী' (১৯৮৬), 'অতি বড় ঘরণী', (১৯৮৭), 'টানেলের ভেতর ট্রেন' (১৯৮৭), 'মাছের পেটে আংটি' (১৯৮৭), 'কাপ্তেনগঞ্জের কুন্দনলাল' (১৯৮৭), 'গতজন্মের রাস্তায়' (১৯৮৭), 'ক্ষমতার বারান্দায়' (১৯৮৮), 'ডুবসাঁতারের বিপদ আপদ' (১৯৮৮), 'অলীকবাবু' (১৯৮৮), 'পারুলডাঙার লাল রাখাল' (১৯৮৮), 'শেষ দরবার' (১৯৮৮), 'মানুষের রহস্য' (১৯৮৯), 'দুই অভিযাত্রী' (১৯৮৯), 'নতুন চরিতমানস' (১৯৮৯), 'ভগবান

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 105
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 832 - 841
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বুনো রায়ের বংশধর' (১৯৮৯), 'ভোরবেলার ভালোবাসা' (১৯৯০), 'বাম অলিন্দ' (১৯৯০), 'শাহজাদা দারাশুকো' (১ম ও ২য় খণ্ড-১৯৯১), 'ভাসামাণিকের ভালোবাসা' (১৯৯২), 'তারসানাই' (১৯৯৩), 'সুশ্রী গৌরী এবং' (১৯৯৩), 'এখানে বিরাজি শুয়ে আছে' (১৯৯৪), 'কন্দর্প দর্পণ', 'কামিনীকাঞ্চন' (১৯৯৫), 'হননের আয়োজন' (১৯৯৪), 'মহাজীবন' (১৯৯৫), 'বেঁচে থাকার স্বাদ' (১৯৯৬), 'স্বপ্নসম্ভব' (১৯৯৬), 'হলদি নদীর সারেং' (১৯৯৬), 'গৌরনদীর উপাখ্যান' (১৯৯৬), 'চিন্ময়ী' (১৯৯৬), 'সুধাময়ীর দিনলিপি', (১৯৯৭), 'শিকড়' (১৯৯৭), 'একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা' (১৯৯৭), 'ভালবাসিব না আর' (১৯৯৮), 'তৃতীয় মেরু' (১৯৯৮), 'নয়ন' (১৯৯৮), 'সূর্যাস্তের আগে' (১৯৯৮), 'কঠিন সময়' (১৯৯৯), 'শেষ বিকেলের আলো' (১৯৯৯), 'আলো নেই' (১ম ও ২য় খণ্ড-১৯৯৯, ২০০২), 'অমলতাস' (২০০১), 'বড় হওয়ার আগে' (২০০১), 'গঙ্গা একটি নদীর নাম' (২০০১), 'দশ লক্ষ বছর আগে' (২০০১), 'এক সিংহ ও তার রমণী' (২০০১), 'মাতৃচরিতমানস' (২০০৪), 'কহলগাঁও' (২০০৪) প্রভৃতি।

বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনের বেশিরভাগ কেটেছে কলকাতায়। ফলে তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস কলকাতাকেন্দ্রিক। শুরুতে কলকাতায় স্বস্তি খুঁজে না পেলেও শেষ পর্যন্ত তিনি নিষ্ঠুর নির্মম কলকাতাকেই ভালোবেসেছেন। তিনি বলেছেন, - 'যদি কোথাও কিছু হয়ে থাকি তার মূলে কলকাতা। এত বড় শিক্ষয়ত্রী খুব কম দেখা যায়।' (উদ্ধৃত, অলোক রায় ১৯৯৮ : ১৩০) কলেজে ছাত্র-রাজনীতিতে যোগদান করা, ছাত্ররাজনীতিতে অংশ নেওয়ায় বি.এ. পরীক্ষা দিতে না পারা, ইস্পাত কারখানায় আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করা, ইস্পাত কারখানা থেকে সংবাদপত্রের অফিসে যোগদান করা, জমি চাষবাস এবং চম্পাহাটিতে ডেলিপ্যাসেঞ্জারের জীবন, সবমিলিয়ে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন সহজ ছিল না। উপরন্তু প্রিয়জন হারানোর বেদনাও তাঁকে বহন করতে হয়েছে। বৈচিত্র্যময় জীবন, তবু তিনি লেখালেখি জগতে প্রবেশ করেছিলেন এবং নিজের পাঠক তৈরি করে সাহিত্যে নিজের স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। "কি লিখতে চাই" শীর্ষক একটি নাতিদীর্ঘ গদ্যে তিনি বলেছেন –

> "আমাকে আমার পাঠক তৈরি করতে করতে এগোতে হয়েছে। তাঁরা আমাকে চেনেন আমিও তাঁদের চিনি। গল্পের বেলপানা দিলে তাঁরা ওয়াক থু করে ফেলে দেবেন। আমাকে তাই মাঝে মাঝে এক চামচ মহাকালের জিজ্ঞাসা, দু চামচ জীবনরহস্য, কে যেন সাতসকালে ডেকেছিল ইত্যাদি জিনিস লেখার ভেতর গুঁজে দিতে হয়। এই মিশেল গোজামিল হয়ে দাঁড়াতে পারে যদি না তা আমার শরীর ও মনের ভেতর দিয়ে চোলাই হয়ে আসে। নিজেকে বারবার বাকযন্ত্রের ভেতর তরল করে ঢালি। বাষ্পে, অশ্রুতে একাকার হয়ে পরিণামে গিয়ে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে পড়ি। এই পাতনপ্রণালী আমার সারা লেখায় ছড়িয়ে আছে।" (শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ২০১১ : ২)

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের দেখার ও জানার গভীরতা এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা তাঁর লেখার রসদ যুগিয়েছে। তাঁর লেখায় কৃত্রিমতার ছোঁয়াচ পর্যন্ত নেই। নির্মোহ দৃষ্টিতে যা সৃষ্টি করেছেন তা মূলত বাস্তবতার দর্পণে চেনা জগতের প্রতিচ্ছবি। তিনি প্রকৃতির একনিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন এবং যা করেছেন সবসময়ই চেয়েছেন তা যেন অসাধারণ ভালো কিছু হয়। *পরস্ত্রী* উপন্যাসে তিনি বলেছেন –

> "ভালো জিনিসে লোভ আমার অনেকদিনের। ভালো মানে অর্ডিনারি ভালো না। আমি বলতে চাই গাছের পাতার ঘন গম্ভীর রং মেঘের ছায়া, ঢেউয়ের ফেনা এসব আর কি! এতদিনে বুঝি, কেন এমন হতো। আমার খারাপ হয়ে যাওয়ার ভেতরে আমার ভালো হয়ে ওঠার আড়ালে এই রঙীন পৃথিবীর দান অনেকখানি। আমি যা কিছু শিখি সবই গাছপালা, আলোবাতাসের কাছ থেকে। মানুষ আর আমাকে শেখাবে কি।" (শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ২০১১ : ১১৩-১১৪)

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার কাঁচামালের উৎস কী? এই প্রসঙ্গে ছোটোগল্প সংকলনের ভূমিকায় তিনি নিজেই বলেছেন –

> "জীবন থেকে আশেপাশে মানুষের ভেতর থেকেই লেখার বীজ পাই। সে বীজ নানান অভিজ্ঞতা কল্পনা স্বপ্নের আলোয় অঙ্কুরিত হয়। গল্পের পা তাই জীবনের মাটিতেই। অভিজ্ঞতা, কল্পনা, স্বপ্ন এই ত্রি-শিরার

> কিশলয়ে ভাষালক্ষ্মীর বারিধারা নিয়ে আমি কোনোদিন ভাবিনি। মাথা ঘামাইনি।" (উদ্ধৃত, অলোক রায় ১৯৯৮ : ২৫)

গল্প সম্পর্কে লেখা তাঁর এই মন্তব্য উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সমান সত্য। বস্তুত, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবন তাঁর লেখালেখি জগৎকে প্রভাবিত করেছে। কখনো কখনো তাঁর বিখ্যাত কিছু গল্প-উপন্যাসের কাহিনীর প্রধান চরিত্র হিসেবে তাঁকে আবির্ভূত হতে দেখা যায়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বেড়ে ওঠা খুলনা, দেশভাগ, জায়গা বদল সম্পর্কের টানাপোড়েন প্রভৃতি তাঁর লেখায় উঠে এসেছে। তিনি খুলনাকে কখনো ভুলতে পারেননি। তাঁর আত্মজীবনীমূলক *জীবন রহস্য* গ্রন্থটির অন্য নাম *এই জীবনের যত মধুর ভুলগুলিতে* ভৈরব ও রূপসা নদী, খুলনা জেলা স্কুল, সোনাডাঙ্গা, শিববাড়ির মোড় প্রভৃতি জায়গা জীবন্ত ভাবে উঠে এসেছে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের খুলনা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকায় তাঁর গল্প উপন্যাসে সেই সব অঞ্চলের প্রভাব রয়েছে। তবে তা কখনো আঞ্চলিকতায় পর্যবসিত হয়নি। পশ্চিম বাংলার অনেক জায়গার সঙ্গেই ভৌগোলিক পটভূমির দিক থেকে ঐসব অঞ্চলের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলেও একটি বিশেষ ভূখণ্ডের বিশেষ কালখণ্ডকে তিনি ধরতে চাননি। পঞ্চাশ, ষাট এবং সত্তর দশকের পরিবর্তিত বাংলার রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে তাঁর সাহিত্যকর্মে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন, বিক্ষোভ, আদর্শ এবং আদর্শচ্যুতির কথা এসেছে। তবে সেগুলো তেমন গুরুত্ব পায়নি। বস্তুত, তিনি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ সচেতনভাবে এড়িয়ে গিয়েছেন। (অলোক রায় ১৯৯৮ : ১৩৬) পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে বাংলা কথাসাহিত্যে একধরনের ছিন্নমূল হতাশা এবং কখনো কখনো অকারণ 'মনখারাপ' প্রাধান্য পেতে শুরু করে। বস্তুত, বাইরের এবং ভেতরের জগতের নিরর্থকতাবোধ 'জীবনের মানে' পাল্টে দিচ্ছিল। (অলোক রায় ১৯৯৮ : ১২৫)। ১৯৬০ সালে বিমল কর এই দশকের গল্প গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছিলেন, 'শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়-এর রচনা আমার কাছে নানা কারণে কৌতূহল সৃষ্টি করে। নাগরিক সভ্য মানুষের মানসিক বিকৃতি এবং তার সত্তার দ্বন্দ্ব এঁর লেখায় অমার্জিতভাবে দেখা যায়।' (অলোক রায় ১৯৯৮ : ১২৫)। গঠনশৈলী স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য হলেও নাগরিক সভ্য মানুষের বিকৃতি এবং তাঁর সত্তার দ্বন্দ্ব বিষয়টি খতিয়ে দেখা যেতে পারে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বৈচিত্র্যময় জীবন নানা উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। দেশভাগ-পরবর্তী ঘটনা "আমার লেখা" প্রবন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন, 'তারপর ট্রেনে একদিন কলকাতা। মিছিল, গুলি, ছাত্র রাজনীতি, কলেজ থেকে বিতাড়িত, কোনোটাই মনে বিশেষ দাগ কাটল না। দাগ কাটল ইস্পাত কারখানায় কাজ করতে গিয়ে সেখানকার শীতের রাতের শীত, মজুর এবং মুনাফা।' (উদ্ধৃত, অলোক রায় ১৯৯৮ : ১২৬)

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রায় সব উপন্যাসই কম বেশি আত্মজৈবনিক উপাদানে সমৃদ্ধ। তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতা অবলম্বনে উপন্যাস লিখতে অধিক আগ্রহী ছিলেন। সাহিত্যের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষ। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মানুষের ভেতর বাহিরের মূল সূত্রটিকে ধরতে চেয়েছিলেন। তিনি মানুষের রহস্য উদ্ঘাটন করে সাহিত্যে তার সফল প্রয়োগ ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল মানুষ। ফলে তিনি সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে মিশেছেন। সংলাপ সরকার বলেছেন -

> "হাজরা, বজরা, ভদ্রেশ্বর, নাদু, পালান, সন্তোষ এবং গণেশের মতো স্থানীয় সর্বহারা মানুষের সঙ্গে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় গভীরভাবে মিশতে শুরু করেছিলেন। এদের অনেকেই ছিল দাগী চোর এবং জেলখাটা আসামী। সকলেই অশিক্ষিত এবং হতদরিদ্র। সকলের জন্যই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল অবারিত। মাঝে মাঝেই চুরি যেত গৃহস্থালির জিনিস। কিন্তু শ্যামল তাতে ভ্রূক্ষেপ করতেন না।" (সংলাপ সরকার ২০০৮: ১৬-১৭)

তিনি মানুষে মানুষে ভেদাভেদ পছন্দ করতেন না। অকপটে মিশে যেতেন সকল শ্রেণির মানুষের সঙ্গে। অশেষ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'শ্যামল পেরেছিল নিজেকে ডি-ক্ল্যাসিফাই করতে। তাই তারকাটা ডাকাত, তাবত ব্রাত্যদের সঙ্গে মিশে গিয়ে ধানক্ষেতের আলে বসে ওদের সঙ্গে তাড়ি খেতে পারত। ওই তাড়ির সঙ্গে জীবনকে সে পান করত চুমুকে চুমুকে। একেবারে তলানিশুদ্ধ।' (অশেষ চট্টোপাধ্যায় ১৪০৮ : ১৯) বস্তুত, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর রচনায় গ্রাম কিংবা শহর উভয় ক্ষেত্রেই অপার বিস্ময় নিয়ে জীবন-রহস্য উন্মোচনে ব্রতী হয়েছিলেন। মানুষের লোভ, ঈর্ষা, অধিকারবোধ, আদিম প্রবৃত্তি, দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষের জীবন ও শহুরে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন বাস্তবতাও তাঁর লেখনীতে ফুটে উঠেছে। তাঁর নিজের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 105
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 832 - 841
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জীবনও খুব স্বচ্ছলভাবে কাটেনি। তবু ব্যবহারিক জীবনে তিনি খুবই রসিক, উচ্ছ্বাসপ্রবণ এবং জীবনের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তিনি ভীষণভাবে পরিবার বান্ধব, দায়িত্বশীল এবং স্নেহপ্রবণ ছিলেন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মাঝে মাঝেই অর্থনৈতিক সংকটে পড়তেন। অথচ তাঁকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বন্ধুর অভাব ছিল না। বয়সের ব্যবধান ঘুচিয়ে তিনি যেকোনো বয়সের মানুষের সঙ্গেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারতেন। কথাসাহিত্যিক কিন্নর রায় বলেছেন, 'শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে অন্যদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেন বন্ধু বলে। ...আমি তাঁর থেকে কুড়ি বছরের ছোটো। তাঁর থেকে তিরিশ-চল্লিশ বছর কম আয়ুষ্কালের মানুষের সঙ্গেও তিনি 'বন্ধু' হয়ে মিশতে পারতেন। এমনকী আমার মেয়ের সঙ্গেও।' (কিন্নর রায় ২০০১ : ২৫) তবুও তাঁর নিঃসঙ্গতাবোধ ছিল। যা তাঁর আধুনিক মননের পরিচয় বহন করে। প্রসঙ্গত জীবনানন্দ দাশের 'বোধ' কবিতাটি স্মরণযোগ্য:

> সকল লোকের মাঝে ব'সে
> আমার নিজের মুদ্রাদোষে
> আমি একা হতেছি আলাদা?
> আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
> আমার পথেই শুধু বাধা? (জীবনানন্দ দাশ ২০১০: ৭৮)

উদ্ধৃতিটি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনের ক্ষেত্রে অনেকাংশে সত্য। জন্মভূমি খুলনা হারানোর যন্ত্রণা, কলকাতার দত্তপুকুরে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে নতুন পরিবেশে জীবন-ধারণ, অস্তিত্বের সংকটে জর্জরিত অথচ নব্য রাষ্ট্রযন্ত্রের পক্ষ থেকে অসহযোগিতা— এইসব বহুমুখী অনুষঙ্গ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম দেয়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নিঃসঙ্গবোধ সম্পর্কে কিন্নর রায় বলেছেন, -

> "বহু মেশার মানুষ থাকলেও তিনি নিঃসঙ্গ ছিলেন। ...বহুবার তাঁকে বলতে শুনেছি, আমার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। কোথায় যাবো কার সঙ্গে মিশবো বলোতো।" (কিন্নর রায় ২০০১ : ২৫)

আধুনিক উপন্যাসে বিচ্ছিন্নতাবোধ একটি বড় অনুষঙ্গ। এক্ষত্রে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের *নির্বান্ধব* উপন্যাসটি স্মর্তব্য। *নির্বান্ধব* উপন্যাসের নায়ক নিবারণও কারো সঙ্গে মিশতে পারে না। নিবারণ বলেছে,- "আমি যে কারও সঙ্গে মিশতে পারি না। মেশামেশির কত চেষ্টা করি। হয় না।" (শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৭২ : ১৫) দেহ ও আত্মার সম্পর্কে অনুসন্ধান শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের এক সময়ের প্রিয় বিষয় বলে মনে হলেও একে সত্তার দ্বন্দ্বও বলা যেতে পারে। ইউরোপে যুদ্ধোত্তর সাহিত্যে অস্তিত্ববাদী দর্শন ব্যাপক প্রসার লাভ করলেও এই দর্শন এক জায়গায় স্থির থাকেনি। এই দর্শনের রূপান্তর ঘটেছে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের *পরস্ত্রী* উপন্যাসের নায়ক জগদীশ বলেছে,- "আমার মানে তো আমিই বুঝি না। কেন না, আমার তো বইবার মত কোনো অতীত নেই। পুরনো কথা ফেইন্ট মনে পড়ে স্বপ্নে। চেনালোকের নাক মুখ স্বপ্নে পর্যন্ত ঘোলা লাগে' (শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ২০১১ : ৯৩)। বিভিন্ন সময়ে অস্তিত্ববাদী দর্শনের রূপান্তর ঘটেছে। তাই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এই দর্শনচিন্তায় চালিত হয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন এমনটা বলা চলে না। তবে এই কথা বলা যায় যে, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে নানা কারণেই বাঙালির চেতনায় নিরর্থকতাবোধ প্রবল হয়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিকগণ সেই সময়ের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত এবং বাঙালির আত্মসংকটের কথা বলেছেন। সাহিত্যিকগণও সেই সব বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ও এর ব্যতিক্রম নন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়েরও রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল। তবে তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি নিয়ে কোনো কথা বলেননি। জীবনসত্যের সন্ধানী শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় দেশকালকে অনেকটা অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করেছিলেন। 'আমার লেখা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন- আরও মুশকিলের কথা আমার কোনো রাজনৈতিক বিশ্বাস নেই। কোনোদিন মনে হয় নি অমুকে ক্ষমতাচ্যুত হলে এবং সে-জায়গায় অমুকে এলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি সর্বদা জানি রাষ্ট্র ও প্রশাসন মানে একটি অন্ধ, কবন্ধ দানব। সেজন্য কেউ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নয়। এটা একটা ব্যবস্থা বা প্রথা। (উদ্ধৃত, অলোক রায় ১৯৯৮ : ১৩৭) আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা শেষ পর্যন্ত এক ধরনের নৈরাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে পর্যবসিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, সমকালীন রাজনীতি নানা কারণে তাঁর কাছে আস্থা হারায়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 105
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 832 - 841
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিশেষ করে তিনি সমাজতন্ত্রবাদে বিমুখ হন। কিন্নর রায় বলেছেন,- 'ব্যক্তির উন্নতি, ব্যক্তির বিকাশ সমাজতন্ত্র রোধ করে এমন একটি ভাবনায় তিনি স্থিত ছিলেন।' (কিন্নর রায় ২০০২ : ১০৪)

রাজনীতি সম্পর্কে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই সমস্ত নিস্পৃহ মনোভাব মেনে নেওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে, রাজনৈতিক নিরাসক্ততা নিয়ে কোনো ঔপন্যাসিকের পক্ষে *শাহজাদা দারাশুকো*র মতো ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা সম্ভব নয়। তিনি মুঘল যুগের ইতিহাস ও রাজনীতিকে উপজীব্য করে উপন্যাসটি রচনা করেছেন। ইতিহাস ও রাজনীতি একে অপরের সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত। চলতি সময়ের রাজনীতিই সুদূর অতীতে ঐতিহাসিকতায় পর্যবসিত হয়। সেক্ষেত্রে একজন ঔপন্যাসিক যিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। তাঁকে সমসাময়িক রাজনীতি সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হয়। সঙ্গত কারণেই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে একজন রাজনীতি ও ইতিহাস সচেতন ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর রচনায় জীবনের বাঁকে বাঁকে লুকিয়ে থাকা নগ্ন-বাস্তবতা, সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি, সংস্কৃতি, প্রেম, বিদ্রোহ, বিক্ষোভ প্রভৃতি বিষয় জীবন্ত হয়ে উঠে এসেছে। সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। *শাহজাদা দারাশুকো* উপন্যাসের জন্য ১৯৯৩ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পুরস্কার- ভুয়ালকা পুরস্কার, শিরোমণি পুরস্কার, কথা পুরস্কার, মতিলাল পুরস্কার, বিভূতিভূষণ পুরস্কার, তারাশঙ্কর পুরস্কার, গজেন্দ্রকুমার মিত্র পুরস্কার (২০০১), শরৎ স্মৃতি পুরস্কার প্রভৃতি। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ বাংলা নামে দেশ। তাঁর রচনাসমূহ নানা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘ এক বছর রোগ ভোগ করার পর মস্তিষ্কে ক্যান্সারজনিত কারণে ২০০১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর 'সিঁথির সরযূ' নার্সিংহোমে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

Bibliography:

রায়, অলোক (১৯৯৮), 'শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিষয় আশয়', *পঞ্চাশের দশকের কথাকার* [সম্পা. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার], শঙ্খ পুস্তক প্রকাশন, কলকাতা : দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা।

চট্টোপাধ্যায়, অশেষ (১৯৯৮), 'এক জীবন্ত ক্যালাডোস্কোপ, নাম শ্যামল', সান্ধ্যভাষা, *শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সম্মান সংখ্যা-১*, জানুয়ারি ১৯৯৮

চট্টোপাধ্যায়, অশেষ (১৪০৮), 'তলানিশুদ্ধ জীবনরসের নেশাড়ু শ্যামল', বিভাব, *বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা*, ১৪০৮

রায়, কিন্নর (২০০১), 'বন্ধু প্রণাম', বিভাব, *বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা*, ২০০১

রায়, কিন্নর (২০০২), 'আপনাকে ভোলা সম্ভব নয় শ্যামলবাবু', পরিচয়, নভেম্বর-জানুয়ারি, ২০০২

দাশ, জীবনানন্দ (২০১০), 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বোধ', *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ* [সম্পা. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়], গতিধারা, ঢাকা।

চৌধুরী, প্রভাত (২০০২), 'আমি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে যতটা চিনি', কবিতা পাক্ষিক, বর্ষ : ৯ম, বইমেলা, ২০০২

উদ্দিন, মফিজ (২০১৫), *শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস ভাষা ও শৈলী*, একুশ শতক : কলকাতা।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল (১৯৭৬), 'আমার লেখা', দেশ, *সাহিত্য সংখ্যা*, ১৯৭৬

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল (১৯৯৬), *নবীন থাকার উপায়*, আজকাল পাবলিশার্স : কলকাতা।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল (২০০৭), *জীবনরহস্য*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স : কলকাতা।

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল (১৯৭২), *নির্বান্ধব*, সাহিত্য প্রকাশ : কলকাতা।

চট্টোপাধ্যায়, সমীর [সম্পা.] (২০১১), *শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় রচনাসমগ্র ২*, দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল (২০০১), 'অতিজীবিত শ্যামল', বিভাব, *বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা*, ২০০১

সরকার, সংলাপ (২০০৮), 'আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকা : একটি নিরীক্ষা' (পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।